দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 28 OCT 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ... 1 কলাম 5 ... ...
010

প্রকৌশল ভার্সিটিতে ভাংচুর

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবন এবং প্রশাসনিক ভবনে ভাঙ্গচুরের ঘটনা ঘটে। এ সময় ছাত্র কল্যাণ পরি-

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটিতে ভাংচুর

(প্রথম পৃঃ পর)

দফতরের পরিচালক প্রফেসর আনওয়ারুল হকসহ দুজন শিক্ষক লাঞ্ছিত হন।

গতকাল রাত দশটার মধ্যে আবাসিক ছাত্রদের হল ত্যাগের জন্যে কর্তৃপক্ষের পূর্ব নির্দেশ থাকলেও রাত সাড়ে দশটায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অধিকাংশ ছাত্র হলে অবস্থান করছিলেন বলে জানা যায়।

ক্লাস টেস্ট বাতিল এবং বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবিতে দু সপ্তাহ ব্যাপী ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বুধবার অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে বৃহস্পতিবার রাত দশটার মধ্যে আবাসিক ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

এ ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্ররা বুধবার রাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। গতকাল সকালে ভিসি ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে ছাত্ররা পুনরায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। এ সময় ভাঙ্গচুরের ঘটনায় ভিসির বাসভবন এবং প্রশাসনিক ভবনের ক্ষতি হয়। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একটি ময়লা ফেলার গাড়িও ভাঙ্গচুর করা হয়। ছাত্রদের মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

গতকাল রাতে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর মোশাররফ হোসেন খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষের ঘোষিত সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই।

পৃথক পৃথক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফেডারেশন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে।

আটটি ছাত্র সংগঠনের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাসমূহ এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেছে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। বিবৃতিতে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার আহবান জানিয়ে বলা হয় যে ছাত্ররা তাদের ন্যায়সঙ্গত দু দফার আন্দোলন অব্যাহত রাখবে।